অফিসিয়াল কাজকর্ম করা হবে অফিসিয়াল ভাষায় এবং আঞ্চলিক ভাষায় নয়।

ভি. আই. লেনিন লিখেছেন, ''রাষ্ট্রব্যবস্থা হল সাংস্কৃতিক ঐক্যের সংকল্প... একটি অফিসিয়াল ভাষা হল রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান ...রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত হল কর্তৃত্বের ঐক্য, যেখানে অফিসিয়াল ভাষা সেই ঐক্যের হাতিয়ার। অফিসিয়াল ভাষা সেই একই আবশ্যিক এবং সর্বজনীন দমনমূলক শক্তি প্রয়োগ করে, যা রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য সমস্ত রূপেরই মত...।''

এই শক্তিকে বজায় রাখার জন্য, শাসক শ্রেণীগুলো (কর্তৃত্বের ঐক্য) তৈরী করে নিপীড়ন ও অত্যাচারের একচেটিয়া এবং নিপীড়িতের উপর তা চাপিয়ে দেয় ভাষাকে একচেটিয়া করার মাধ্যমে। সমস্ত রাষ্ট্রে একটি অফিসিয়াল ভাষা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া সেই একটি ভাষার একচেটিয়ার মাধ্যমে—মতামত আদান-প্রদানের একটি মাত্র মাধ্যমের দ্বারা নিপীড়িতের দমনের আর কী ভালো উপায় থাকতে পারে!

মতামতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমরা তথ্যের জোগাড় ও সরবরাহ করে থাকি। প্রতিটি কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র হল তথ্য। **আজকের দিনে তথ্য কাজ করে দ্বিবিধ পণ্যরূপে—উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আর চাহিদা হিসাবে।**

মতামতের আদান-প্রদান বলতে কি বোঝায়? এটা হল চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের কাজ, যেমন ভাষার মাধ্যমে কথা বলা, দেখা, ইশারা, লেখা বা আচার-ব্যবহার। শ্রমের অগ্রগতির সাথে সাথে, মানুষ তথ্যের বিনিময়ের জন্য ভাষাকেও পরিবর্তিত করে। আমরা কথা বলি, লিখি, 'চ্যাট' (ইন্টারনেটে মতামত আদান-প্রদানের একটি রূপ) করি, 'মেসেজ' পাঠাই—তা যে রূপেই হোক না কেন, আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্যের জোগান দিই; এবং মত বিনিময়কারীদের প্রয়োজনীয় কিছুর অভাব ও অপূর্ণতাও এই প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়, যা সূচিত করে চাহিদা। যখন এটা বোঝা গেল যে প্রতিদিন মতামতের আদান-প্রদানের মধ্যে বিশাল পরিমাণ অসম্ভব হারে বাড়তে থাকা তথ্য-এর অপচয় হচ্ছে যা এগিয়ে চলার পথে ফাঁকগুলোকে বোজানোর কাজে লাগতে পারে, তখন মানুষ তৈরী করল এমন ভাষা যা প্রযুক্তিকে গতি দেবে (তথ্য-প্রযুক্তি) যাতে করে এই বিশাল তথ্যসম্ভার থেকে অর্থবহ যা কিছু তা খুঁজে পাওয়া যায়। এখন এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং প্রক্রিয়া-প্রকরণের মধ্যে চালিত করা হয়। সেই অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা হয়। এই নতুন উৎপন্নগুলির তথ্য আবার সরবরাহ করা হয়। এখন ভাবুন, বিশ্বব্যাপী মতামতের আদান-প্রদান একটিমাত্র ভাষায় হলে, কত সহজ হয় তথ্যের প্রক্রিয়া-প্রকরণ এবং তার মূলধনীকরণ। বিশ্ববাজারে এটাই ভাষার একচেটিয়া তৈরীর স্বরূপ।

তথ্য-প্রযুক্তি আসলে কি? যা 'আই. টি.' বলেও পরিচিত, এটা হল কারিগরির

D:/Gita 2011/Jabar-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

এমন একটা শাখা যা যুক্ত কম্পিউটার ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে, যাতে তথ্য মজুৎ করা, তাকে খুঁজে বের করা, নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো এবং পরিসংখ্যানের পরিচালনা করা হয়, যার লক্ষ্য হল যে কোন প্রকার কথোপকথন থেকে তথ্য বের করা। তথ্য শিল্পের বাজার করায়ত্ত করার কয়েকটি পদ্ধতি এরকম :

- কৃষিক্ষেত্রে যে বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার জন্য, সে একটা পথ দেখাচ্ছে ভারতের কৃষিসম্প্রদায়ের একটা অখণ্ড অংশ হিসাবে আই.টি.-কে যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিষ্ঠা করার।
- ব্যক্তিদের মধ্যে মত বিনিময়ের সময় তার মধ্যে থেকে যায় এক বিশাল সংখ্যার ব্যক্তি চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য। যার একটা অংশ এখন একচেটিয়ারা সংগ্রহ করে 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট'গুলি থেকে। আই.টি. কোম্পানিগুলি এখন তথ্যে রূপান্তরের পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং তাকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এটা সেই তথ্যের একচেটিয়া মালিকানা যে কোন্ পণ্য আগামী দিনে উৎপাদন করতে হবে কত পরিমাণে।
- আবার উৎপন্নগুলির বিশ্ববাজার থাকা চাই। এই তথ্য যে, এখন বাজারে এই জিনিসটি পাওয়া যায়, তা পৌঁছাতে হবে যত বেশি সম্ভব খরিদ্দারের কাছে। এটা সাধারণত নানা সংবাদমাধ্যমের দ্বারা করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে, তথ্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে উৎপাদনের গুরত্বপূর্ণ উপকরণগুলির একটি হিসাবে। যখন থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শ্রম বিভাজনের বশবর্তী হল, সেই সময় থেকেই তথ্যও দখলিকৃত হতে থাকল সমাজের একটি অংশের দ্বারা। এই সময়, তার দখল রয়েছে একচেটিয়া পুঁজির হাতে, উৎপাদনের, অন্য সমস্ত উপকরণের মতোই। উদাহরণস্বরূপ ঃ ভারতে ওষুধ তৈরীর জন্য তথ্য (এক্ষেত্রে ওষুধ তৈরীর জন্য অনুসংক্রান্ত সূত্র)-এর মালিকানা ভারতের একটি মাত্র কোম্পানির হাতে, বিকল্প যার কেবল বিশ্বের একচেটিয়ারা। তারা ভারতের গোটা ওষুধের বাজার ধরে রাখে এই তথ্যের মালিকানা স্বত্বের মাধ্যমে। আরও উদাহরণ হিসাবে, গবেষণাগারগুলি থেকে বিভিন্ন গবেষণার 'পেটেন্ট' কেনা হয়, যা মূলতঃ উৎপাদনের পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার 'পেটেন্ট' (প্রকৃত অর্থে তথ্য) বিক্রী হয়ে গেলে, কেবল তার ক্রেতা ছাড়া উৎপাদনে ব্যবহার করার আইনী অধিকার কারও নেই। আখেরে এর ফলে যা হয়, তা হল গোটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পরিচালিত হয় একটা একচেটিয়া ভাষায়।

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে তথ্য আজ নিঃসন্দেহেই একটি **দ্বিবিধ পণ্য**। যা তার প্রয়োজন, তা হল বিশ্বব্যাপী একটা ভাষা, একচেটিয়ার ভাষা। যার মধ্যে দিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে আসবে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা